প্রতিদিন Wednesday, June 21, 2017

রয়্যাল নেদারল্যান্ড ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের হেড অফ ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রামস ওয়ার্ল্ড কোচেসের প্রধান জোহান ভন গেইজিন ও মুখ্যমন্ত্রী।

ডাচ ফুটবল সংস্থার সঙ্গে মউ, আজ শিল্প বৈঠকে

ডাচ ও জার্মান লগ্নির ডাক

কিংশুক প্রামাণিক ● দ্য হেগ

তাঁর কি আর কলকাতা ছাড়ার উপায় আছে? দল হোক বা সরকার, সবেরই মুখ তিনি। সব খবর সবাই তাঁকেই দিতে চায়। তাই সুদূর ইউরোপে এসেও ছুটি নেই। দ্য হেগ শহরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা জন দি উইট্‌ল্যান্ড। এখানেই ইউনাইটেড নেশন, কোর্ট অফ জাস্টিস-সহ নানা গুরুত্বপূর্ণ অফিস। ঠিক পাশেই ম্যারিয়ট হোটেল। সামনে নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি। কিছুটা দূরে পার্লামেন্ট। সোজা কথায় অফিস পাড়া। হোটেলেও অবশ্য আর একটি অফিস চলছে। সেটির নাম দেওয়া যেতেই পারে 'দ্য হেগ নবান্ন'। মুখ্যসচিব বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, শিল্প সচিব রাজীব সিনহা, বিশেষ সচিব গৌতম সান্যাল, নারী ও শিশু কল্যাণ দফতরের সচিব রোশনি সেনকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সামলাচ্ছেন সব। দার্জিলিং, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, বিরোধীদের কটাক্ষ সবই। মঙ্গলবার এসে পৌঁছনোর কথা অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রর। বুধবার শিল্প সম্মেলন হোটেলের কনফারেন্স রুমে। রথ দেখা কলা কেচার মতোই বাংলায় ডাচ বিনিয়োগের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হবে। আসল কর্মসূচি কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ। কিন্তু যেহেতু সময় হাতে আছে, সেইজন্য শিল্পের সম্ভাবনাও সামনে রাখা হয়েছে। সম্মেলনে শুধু ডাচ নয়, জার্মান চেম্বারসকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। থাকবেন নেদারল্যান্ডস-এ লগ্নি করা ভারতীয় শিল্পপতিরাও। এছাড়াও বাংলার একটি টিম থাকছে। মঙ্গলবার শিল্প সচিব বলেন, "পরিবহণ পরিকাঠামো, পোর্ট, লেদার, বস্ত্র, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, পাঁচের পাতায়

রাষ্ট্রসঙ্ঘে বঙ্গ

ডাচ ও জার্মান লগ্নির ডাক

একের পাতার পর

ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে নেদারল্যান্ডস এগিয়ে। আমরা সেই সুযোগ নিতে চাই।" তবে ডাচদের দেশে এসে মুখ্যমন্ত্রীর মাথায় কিন্তু মোটেই শুধু বাণিজ্য ছিল না। একই সঙ্গে তাঁর কাছে সমান গুরুত্ব পেয়েছে রাজ্যের ফুটবল। এদিন নেদারল্যান্ডসের রয়্যাল ডাচ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে একটি মউ স্বাক্ষর করেছে রাজ্য। নেদারল্যান্ডসের প্রথমসারির তারকারা রাজ্যে আসবেন খুদে খেলোয়াড়দের কোচিংয়ের জন্য। সেই তালিকায় থাকবেন রুড গুলিট, রাইকার্ড, মার্কো ভ্যান বাস্তেনের মতো তারকারাও। দেওয়া হবে সবরকমের সাপোর্ট। প্রশিক্ষণের প্রয়োজনে রাজ্যের খেলোয়াড়রা উড়ে আসবেন নেদারল্যান্ডসে। এদিন এ দেশের ১২৭ বছরের পুরনো রয়্যাল ডাচ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কর্তা জোহান ভ্যান গেইনের উপস্থিতিতে রাজ্যের সঙ্গে তাদের মউ স্বাক্ষর হয়। এই ফুটবল সংস্থার অধীনে সাড়ে তিনশো ক্লাব রয়েছে যার মধ্যে ৩৮টি পেশাদার ক্লাব। এবার সেই শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যশালী সংস্থা হাত মেলাল পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে। মউ স্বাক্ষর হওয়ার পর এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বাঙালি ফুটবল ভুলে যাবে তা কখনও হতে পারে না। আমাদের রাজ্যে আর কিছুদিনের মধ্যে অনূর্ধ্ব ১৭ ফুটবল বিশ্বকাপ হবে। আমরা তার জন্য ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছি। যুবভারতীয় ক্রীড়াঙ্গনকে তার জন্য ঢেলে সাজা হচ্ছে। রাজ্যের ফুটবলের উন্নয়নে নেদারল্যান্ডস আমাদের পাশে থাকলে আমরা আরও সহজেই অনেক উন্নতি করতে পারব।"

ম্যারিয়ট হোটেলে এদিন মউ স্বাক্ষর হওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন শিল্পসচিব রাজীব সিনহা, শিল্পপতি হর্ষ নেওটিয়া, রিলায়েন্সের শীর্ষ কর্তা তরুণ কুনকুনওয়ালা প্রমুখ। তরুণ কুনকুনওয়ালা বলেন, "রাজ্যের ফুটবলের উন্নয়নে রিলায়েন্স আগামিদিনের সমস্ত রকম সহযোগিতা করবে।"

এর আগে কর্নাটকের একটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে রয়্যাল ডাচ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের চুক্তি হলেও কোনও রাজ্যের সঙ্গে সরাসরি চুক্তি এই প্রথম। আসলে এদিন ডাচভূমে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে নীল-সাদার সঙ্গে মিশে গেল কমলা।